বিনোদনের ক্রোড়পত্র

বিনোদন

যুগশঙ্খ SUPPLI

শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

যুগশঙ্খ-র সঙ্গে ৮ পাতার রঙিন ক্রোড়পত্র

বাংলা সিনেমার মরা খাতে GST-র বোঝা

আশঙ্কায় টলিউডের ভবিষ্যৎ

মালবিকা কুণ্ডু

জিএসটি ঝড় আছড়ে পড়েছে সর্বত্র। তার থেকে বাদ যায়নি টলিউড ইন্ডাস্ট্রিও। অনেকেই বলছেন এই জিএসটি খানিকটা মরার উপর খাঁড়ার ঘা-ই বটে। প্রাদেশিক ভাষার ছবির ক্ষেত্রে ধার্য করা ২৮ শতাংশ জিএসটি-তে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন প্রযোজকরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পণ্য পরিষেবা করের বোঝা সহ্য করতে পারাটা প্রায় অসম্ভবই। এমনিতেই বেশ কয়েকবছর ধরে বাংলা ছবিতে লাভ তো দূর অস্ত, লগ্নির টাকা উদ্ধার করতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে প্রযোজকদের। শুধু প্রযোজনাই নয়, জিএসটি-র প্রভাব পড়বে বাংলা ছবির সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি-রুজিতেও।

নিয়ম অনুযায়ী, পণ্য পরিষেবা করের আওতায় পড়বে বাংলা ছায়াছবিও। কিন্তু ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি ধার্য করা হলে তার প্রভাবে চরম ক্ষতি হবে এই ইন্ডাস্ট্রির, এমনই আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের। রাজ্য জুড়ে মোট সিনেমাহলের সংখ্যা ২৪০টি। বছরে বাংলা ছবি মুক্তি পায় গড়ে ৮০টি। এই আশিটি ছবির মধ্যে হাতেগোনা ১০টি ছবি বাণিজ্যিক সাফল্যের মুখ দেখে। মাত্র কয়েকজন প্রযোজকই হল থেকে লগ্নির টাকা ঘরে তুলতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাদেশিক ছবির ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ 'গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স' বা জিএসটি-র বিপুল করের বোঝা টানতে সক্ষম হবে না প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটর ও এগজিবিউটররা। এতদিন অবধি একশো টাকার টিকিটের নেট টিকিট মূল্য ছিল ৯৫.৫০ টাকা, সার্ভিস ট্যাক্স ছিল ২.৫০ টাকা এবং রাজ্য সরকারের নির্ধারিত অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স ছিল ২ টাকা। এবার এই ২ টাকা বেড়ে দাঁড়াবে ২৮ টাকায়। টিকিটের নেট মূল্য অর্থাৎ ৯৫.৫০ টাকা ভাগ হয় প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটর ও এগজিবিউটরদের মধ্যে। তবে জিএসটি নির্ধারিত মূল্যে টিকিটের নেট দাম হবে একশো টাকার টিকিটে জিএসটি ২৮ টাকা, সার্ভিস ট্যাক্স ২ টাকা। ফলে টিকিটের নেট মূল্য ৭০ টাকা।

এবার এই ৭০ টাকা ভাগ হবে তিনভাগে। সিংহভাগ প্রোডিউসার পেলেও ডিস্ট্রিবিউটর ও এগজিবিউটরদের ভাগ তো কমবেই। বড় প্রোডাকশন হাউসগুলি এই মার সহ্য করলেও ছোট বা কম বাজেটের প্রোডিউসাররা ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন না বলেই মনে করছেন অনেকেই।

শুধু প্রোডিউসারই নয়, জিএসটি'তে ধাক্কা খাবে এগজিবিউটর বা হল মালিকরাও। পুরনো সিঙ্গল থিয়েটারগুলিকে রিভাইভ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। তাতে রাজ্য সরকারের ২ শতাংশ ট্যাক্স মুকুব করা হতো। হল মালিকরা এই ট্যাক্স হলিডে ৪ থেকে ৫ বছর অবধি পেতেন। ফলে সংরক্ষণের বেশ কিছু টাকা সেখান থেকে ফেরত পেতেন হল মালিকরা। তবে এবার সেই ট্যাক্স হলিডের আর কোনও অবকাশ থাকছে না, ফলে পুরনো হল পুনরুদ্ধারের কাজ আবারও বন্ধ হয়ে যাবে বলেই আশঙ্কা।

শুধু বাংলা ছবি নয়, এই করের বোঝায় মার খাবে সমস্ত প্রাদেশিক ছবির বাণিজ্যই। যেমন মহারাষ্ট্রের ছবি বা দক্ষিণ ভারতের ছবিগুলিকে রাজ্য সরকারকে কোনও ট্যাক্স দিতে হতো না। এবার তাদেরও ২৮ শতাংশ কর দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই বিষয়ে সোচ্চার হয়েছেন দক্ষিণী সুপারস্টার কমল হাসান।

আশঙ্কার এমন অনেক কারণ রয়েছে। আর তাই এই ব্যাপার নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে সমস্ত প্রাদেশিক চলচ্চিত্র জগৎ। বাংলার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিও তীব্র আশঙ্কায়। জিএসটি-র থাবায় বাংলা ছবির ভবিষ্যৎও যে টলমল, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

অন্য পাতার বিনোদন | শেষ আলাপচারিতা | তারকার অন্দরমহল | আড্ডা | সিরিয়াল | সিনেমা | নাটক | গান | তারকার কথা

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

CINEক্যুইজ

এই প্রতিযোগিতায় দেওয়া হচ্ছে চলচ্চিত্র-সম্পর্কিত একটি ছবি। আপনাকে দিতে হবে সেই ছবির সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব। এক মাসে চারটি ক্যুইজেরই সঠিক জবাব দেবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হবে দশজনকে। এই দশজন পাবেন ১০০ টাকা করে পুরস্কার। সুতরাং, এখনই একটি সাধারণ পোস্টকার্ডে উত্তর লিখে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। জবাব দিতে পারেন ই-মেইলেও। ই-মেইল: jugasankha.supplement@gmail.com

উপরের ছবিটি ধর্মেন্দ্রর ছোটছেলের। ডিম্পল কপাডিয়ার মেয়ে টুইঙ্কলের বিপরীতে 'বরসাত' ছবি দিয়ে ফিল্মি কেরিয়ার শুরু করে তারপর 'বিচ্ছু', 'সোলজার', 'গুপ্ত' সহ বেশ কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছিলেন।

কে এই অভিনেতা জবাব দিন আগামী ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

সিনে ক্যুইজ, জাস্ট বিনোদন
যুগশঙ্খ, ৩২১ শান্তিপল্লি, রাসবিহারী কানেক্টর, কসবা, থার্ড ফ্লোর, দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে, কলকাতা ৭০০১০৭

যুগশঙ্খ SUPPLI team
JUST বিনোদন
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), বিপাশা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত বিশ্বাস

অনুষ্ঠানের টিআরপি বাড়িয়ে নেবার জন্য রয়েছে শিশু, কিন্তু এই শিশুদের ক্লান্তি কেউ দেখেও দেখে না!

টিভি সিরিয়ালে শিশুরা একটা বড় জায়গা দখল করেই আছে। এখন তো আবার অনেক সিরিয়ালেই কেন্দ্রীয় চরিত্রে রাখা হচ্ছে একটি শিশুকে। কিছুদিন আগেও ছোটদের একের পর এক রিয়্যালিটি শো-তে দেখিয়ে, চ্যানেলগুলো নিজেদের টিআরপি বাড়িয়ে নিচ্ছে বলে প্রশ্ন তোলেন সুজিত সরকার। যার ফলে মুহূর্তের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। তিনি বলেন, 'সবে হয়তো বুলি ফুটেছে, তাতেই কারওর হাতে জোর করে মাইক্রোফোন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিংবা কারওর পায়ে ঘুঙুর পরিয়ে নাচতে উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে মঞ্চে। আর এই সব বাধ্যবাধকতার জাঁতাকলে পড়ে, শিশুমনের সারল্য কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে?' কোনও বাচ্চা একটু মোটা বলে তাকে নিয়ে ন্যক্কারজনক রসিকতা, আবার কোথাও বা সরল মুখগুলিতে জায়গা করে নিচ্ছে বড়দের বুলি। আর এসব দেখিয়েই একের পর এক রিয়্যালিটি শো বাড়িয়ে নিচ্ছে নিজেদের টিআরপি। ছোট পর্দায় একের পর রিয়্যালিটি শো-গুলোর টিআরপির ইঁদুর দৌড়ের মাঝে পড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে শিশুদের সরলতা। নিজেদের অজান্তেই একটা গোটা প্রজন্ম হারাতে বসেছে শৈশবকে।

সাম্প্রতিক মিডিয়ার সামনে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সুজিত সরকার। মিডিয়ার পক্ষ থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, এক জনপ্রিয় অভিনেতা বলেছিলেন একজন শিশু যতটা বিনোদন দিতে পারে দর্শককে, ততটা বিশ্বসেরা এক অভিনেতাও পারেন না। যদিও সেটা একসময়ে বলা হয়েছিল ফিল্ম সম্পর্কে, কিন্তু এখন সে চিত্রটা ড্রয়িংরুমে ঢুকে যাচ্ছে।

উত্তরে সুজিত সরকার জানান, 'খুব ইমোশনাল হয়ে সোশাল মিডিয়ায় ট্যুইট করেছিলাম। আমার খুব ডিস্টার্বিং লেগেছিল বিষয়টা। ঘটনাচক্রে আমার মেয়েদের পাশে বসেই দেখছিলাম সেই রিয়্যালিটি শো-টা। দেখছিলাম কীভাবে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে! বিচারকের আসনে বসে ইন্ডাস্ট্রিরই কিছু লোক যে ধরনের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি বিভিন্ন অথরিটিকে নিজে থেকেই জানালাম যে, বাচ্চাদের নিয়ে এ ধরনের শো-এর ক্ষেত্রে অবিলম্বে বিধিনিষেধ চালু করা উচিত।' লজ্জার ব্যাপার, শো-গুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে শিশুমনে

অকারণে অসম্ভব চাপ পড়ে। শুধু শিশু প্রতিযোগীই নয়, দর্শককেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে দেয়। দিনের শেষে এটা শুধুই এন্টারটেনমেন্ট। নামেই 'ট্যালেন্ট হান্ট'। এক কথায়, প্রতিভা তুলে আনার দায়িত্ব না নিয়ে প্রতিভা বেচার ফন্দি! আলো নিবে গেলে, ক্যামেরা অফ হয়ে গেলে, এই শিশুদের ক্লান্তি কেউ চোখে দেখে না! বিচারকরাও তো যে-যাঁর মতো বাড়ি চলে যান, কোনওদিন ফিরেও দেখেন না, কী অসম্ভব শারীরিক, মানসিক চাপে দিন কাটায় এই কচি প্রাণগুলো!

ওদের অভিনয়ও মনকে নাড়া দেয়

রেশমি চন্দ্র

সম্প্রতি বাংলা সিরিয়ালে ছোটদের চরিত্র বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে। তাদের অভিনয় দেখার জন্যই সন্ধে হলে টিভির সামনে বসে পড়েন বাড়ির সবাই। বয়সে ছোট হলেও অভিনয়দক্ষতা কিন্তু অসাধারণ। এ-কথা মানতেই হবে। ডায়লগ হোক বা গানের সঙ্গে লিপ মেলানোই হোক সবেতেই পারদর্শী খুদে শিল্পীরা। সঙ্গে ক্যামেরার পজিশন তো রয়েছেই। পটল, তুলি, ভূতু কেউ কারওর থেকে কম যায় না। সঙ্গে 'রাখী-বন্ধন' সিরিয়ালে রাখিও রয়েছে। ভাই-বোনের চরিত্রে দু'জনের অভিনয় দর্শকের মনে বেশ দাগ কেটেছে। বিশেষ করে রাখির অভিনয়। সিরিয়ালে তার চরিত্রটা এমনই যে তার কথাগুলো শুনলে মনে হতে পারে বড় কেউ বলছে। আবার এক এক সময় মনে হয় এত ছোট বয়স হলেও তার ভাবনা-চিন্তায় যা আসে বড় মানুষের চিন্তা-ভাবনা তেমনটা আসে না কেন। হোক না সেটা পর্দার ওপারে। তবুও

সে ভাবে তো। তাকে দেখে হয়তো পর্দার এপারের মানুষদের একটু বোধোদয় হয়। সিরিয়ালের মাধ্যমে হয়তো খুব সহজেই বাস্তবের অনেকটা চিত্র তুলে ধরা যায়।

সিরিয়ালে রাখী-বন্ধনের বাবা-মা নেই। মারা গেছে। জেঠু, জেঠিমার কাছে থাকে। জেঠু ভালোবাসলেও জেঠিমার কাছে দুই ভাই-বোন দু'চোখের বিষ। তা নিয়ে দুই ভাই-বোনের কোনও ক্ষোভ নেই। কারণ তাদের কাছে পরিবার আগে। জেঠিমা যতই তাদের অপছন্দ করুক না কেন, জেঠিমা তো মায়েরই মতো। তাই জেঠিমার অত্যাচার তারা মুখ বুজে সহ্য করে নেয়।

পড়াশোনার ইচ্ছে থাকলেও এবং প্রতিভা থাকা স্বত্ত্বেও স্কুলে যেতে রাখিকে কম বাধা পেরোতে হয়নি। অনাথ বলে অনেকেই তাদের বাঁকা চোখে দেখে। বড় বড় নামী স্কুলে হয়তো প্রতিভার থেকে টাকার গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। টাকা দিতে না পারলে প্রতিভা থাকলেও স্কুলে এন্ট্রি নেই। যদিও সব টিচার বা বোর্ড মেম্বারা সমান হন না। তাই রাখিদের মতো প্রতিভাবান শিশুদেরও সমস্ত বাধা পেরিয়ে স্বপ্নের স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়।

বোনকে পড়ানোর জন্য দাদা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করতেও পিছুপা হয় না। সবটাই পরিস্থিতির চাপে। কিন্তু এই নিয়েও স্কুলে রাখিকে বন্ধুদের কাছে হাসির খোরাক হতে হয়। রাখিও চুপ করে থাকার মেয়ে নয়। সে পরিষ্কার জানায় কোনও কাজই ছোট নয়। সৎভাবে রোজগার করলে সেটা অপরাধের নয়। এমনটা হয়তো সত্যি হয়। সবার আর্থিক অবস্থা তো সমান হয় না। কিন্তু ভালো স্কুলে পড়ার সবারই একটা স্বপ্ন থাকে। বড়লোক বাবা-মায়ের সন্তানরা হয়তো এমন করেই আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ক্লাসমেটদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করে। রাখির মুখ দিয়ে পরিচালক যে-কথাটা বলিয়েছেন সেটা আসলে বাবা-মায়েদের জন্যই। বাবা-মা সন্তানদের যা শেখাবেন তারা তো সেটাই শিখবে। বাবা-মায়েরা যদি সন্তানদের মধ্যে কোনও রকম বিভেদ না করেন তাহলে সন্তানদের মধ্যেও এই পার্থক্য করাটা তৈরি হবে না।

রাখী-বন্ধনের জেঠিমা তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার ফন্দি করলেও তারা কিন্তু কারওর কাছে জেঠিমার নিন্দে করে না। জেঠিমার বোনঝির বিয়েতে গয়না কম পরলে রাখী-বন্ধন তাদের মায়ের গয়না হাসি-মুখে দিয়ে দেয়।

সিরিয়ালে কূট-কচালি চলতেই থাকে। কিন্তু তারই মাঝে ছোট ছোট শিশুদের এমন শিক্ষণীয় অভিনয় মনকে নাড়া দিয়ে যায়। মানুষকে ভাবতে শেখায়।

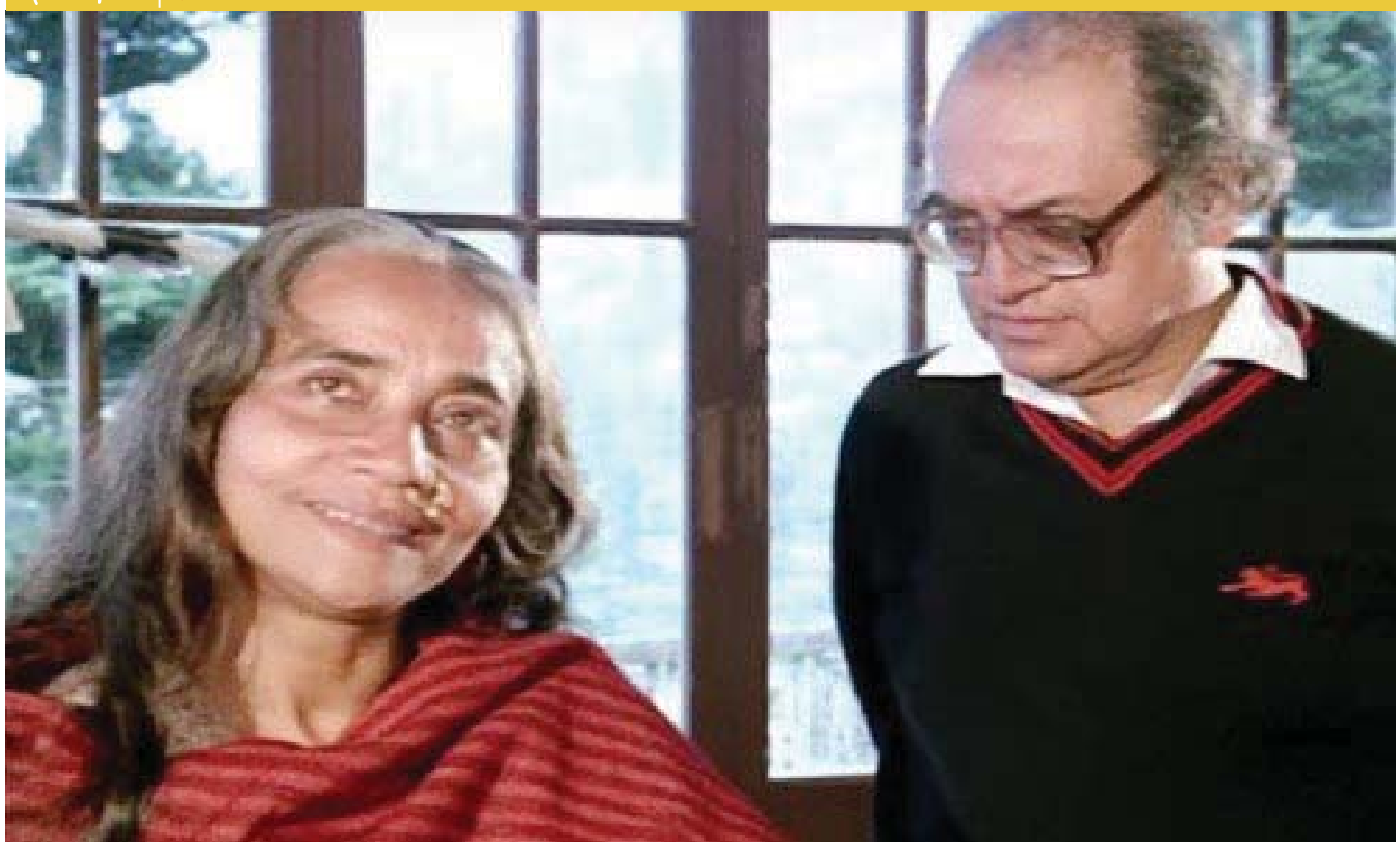

৩
বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

উৎপল আমার চোখে প্রিয় মানুষ, আমার প্রিয় কমরেড

মুখোমুখি শোভা সেন

নাট্যজগতের যে ক'জন মানুষের নাম উঠলে মনের ভেতর শ্রদ্ধা জেগে ওঠে, তাঁদের মধ্যে একটি নাম হল 'শোভা সেন'। তাঁর প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। মাস কয়েক আগে অসুস্থতার মধ্যেও তিনি আমাদের অল্প কিছুক্ষণ সময় দিয়েছিলেন। স্বল্পক্ষণের একান্ত আলাপচারিতায় তাঁর প্রিয় মানুষ, তাঁর স্বামী প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা উৎপল দত্ত সম্বন্ধে অনেক অজানা দিক আমরা জানতে পারি। তিনি শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন যুগশঙ্খের সাপ্লির জন্য। আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁর জীবদ্দশায় এই স্বল্পক্ষণের মূল্যবান আলাপচারিতা আমরা প্রকাশ করে উঠতে পারিনি।

বিনোদন: একজন অভিনেত্রী হিসাবে চলচিত্র না মঞ্চ কোনটাকে আপনি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

শোভা সেন: মঞ্চকেই বেশি গুরুত্ব দেবো। কারণ সেখনেই দর্শকের প্রতিক্রিয়াটা তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়।

বিনোদন: এবার জানতে চাইব মানুষ উৎপল দত্ত আপনার চোখে কেমন?

শোভা সেন: আমার পূর্বতন স্বামী দেবীপ্রসাদ সেনের সাথে বিয়ের পর আমার জীবন পুরুষতান্ত্রিক অত্যাচারের চাপে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, বিবাহের প্রথমদিকে ঠিক থাকলেও আমার অভিনয়ে বাধা দেওয়া; মানসিক এবং পরবর্তীকালে শারীরিক নিগ্রহ, নানান জনকে নিয়ে সন্দেহ করা, ছেলে বাবুকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা— তখন থেকেই আমাদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হয়। তিনি কমিউনিস্ট হিসাবে নিজের বড়াই করতেন। কিন্তু কমিউনিস্টরা কি কখনও মেয়েদের ওপর অত্যাচার করে? এরপর তাঁর মদ্যপান নারী সংসর্গের বিষয়েও জানতে পারি। তখন থেকেই সুযোগ খুঁজছিলাম এই বন্দিত্ব, এই জঘন্য পুরুষের শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য। উৎপল তখন এই বাড়িতে পিজি (পেয়িং গেস্ট) হিসাবে থাকত। উৎপলই আমাকে সাহস দেয় এইসব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এলটিজি-র অন্য সদস্যরাও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারপর একদিন আমার স্বামী নিজেই ঘর ছেড়ে চলে যান। সেই তখন থেকে আমৃত্যু উৎপল আমাকে সহযোগিতা করেছে একজন সহযোদ্ধা হিসাবে, একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট হিসাবে। আমার আগের স্বামীর কাছে যা পাইনি, উৎপলের কাছে আমি সেই নারীত্বের সম্মানটুকু পেয়েছি। তাই উৎপল আমার চোখে আমার প্রিয় মানুষ, আমার প্রিয় কমরেড।

বিনোদন: এবার আরেকটা কথা একটু জানতে চাই উৎপলবাবুর মতো বিখ্যাত নাট্যকারের পথনাটকে আসার কারণ কী?

শোভা সেন: মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা, একাত্মতা, সর্বোপরি কমিউনিস্ট আদর্শে মার্কস, লেনিনের আদর্শে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার মোকাবিলা ও রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যই উৎপল পথনাটকে আসেন। এতে গণনাট্য সঙ্ঘেরও বিরাট ভূমিকা আছে।

বিনোদন: উৎপলবাবুর সাথে আপনার পথনাটকের অভিজ্ঞতা যদি একটু শেয়ার করেন...

শোভা সেন: উৎপলই প্রথম শুরু করে, পরে আমি যোগ দিই। প্রথমদিকে সন্তানের জন্য রাতের পর রাত বাড়ির বাইরে থাকতে পারিনি। উৎপল পেরেছিল। আমার দিক থেকে কোনও বাধাও ছিল না। মাঠে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে কলকাতার সর্বত্রই নাটক করেছি। 'দিন বদলের পালা', 'মালো পাড়ার মা'-তে জনসাধারনের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখেছি তা অন্যরকম প্রাপ্তি। শিল্পী যদি সামনে থেকে জনগণের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেন, তাহলে অভিনয়কে অনেক বেশি করে এনজয় করা যায়। তাই পথ-নাটকের অভিজ্ঞতা সর্বদা অন্যরকম।

বিনোদন: অনেক সমালোচকরাই বাঁকা সুরে বলেন উৎপল দত্তের পথনাটক শুধুই নির্বাচনী প্রচার, বিশেষ দলকে তোষণ করা সুবিধাবাদী রাজনীতি, তাঁর সহকর্মী হিসাবে আপনি কী বলবেন এই প্রসঙ্গে?

শোভা সেন: উৎপল পথনাটক করত স্বেচ্ছায়। এমনকী সে জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অবধি নেয়নি। কোনও সুবিধা নেওয়া তো দূরে থাক, বিখ্যাত অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট উৎপল এই নাটকগুলি এবং অন্যান্য অনেক নাটকেই ন্যূনতম পারিশ্রমিক পর্যন্ত নেয়নি। শুধু অন্তরের তাগিদ, মানুষকে, পার্টিকে, আদর্শকে ভালোবাসা ছিল এর কারণ।

নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল'-এর মাধ্যমে বড়পর্দায় প্রবেশ করেন তিনি। এরপর 'সবার উপরে', 'পথে হল দেরী', 'শঙ্খবেলা'র মতো সুপারহিট বাংলা সিনেমায় দেখা গেছে তাকে। ঋত্বিক ঘটকের 'ঝড়', 'নাগরিক', মৃণাল সেনের 'একদিন প্রতিদিন', 'এক অধুরি কহানি', গৌতম ঘোষের 'দেখা', বাসুদেব চ্যাটার্জীর 'পসন্দ আপনা আপনা'র মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি। ১৯৫২ সালের হিন্দি সিনেমা 'বাবলা' তাকে সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এনে দেয়।

বিনোদন: নাটক সম্পর্কে যারা নাক উঁচু, তাঁদের উদ্দেশে আপনি কী বলবেন?

শোভা সেন: তাঁদের উদ্দেশে আমার বলার কিছুই নেই। খ্যাতির মোহে তাঁরা এই নাটকের চ্যালেঞ্জ নিতে পারে না বলেই আমার মনে হয়। মেকআপবিহীন খোলামুখটা তাহলে বেরিয়ে পড়বে হয়তো।

সাপ্লির হয়ে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন
প্রতীপ হালদার

যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

শ্রাবন্তীর সম্পর্ক কি ফের বিচ্ছেদের পথে?

ফের শ্রাবন্তী! টলিউড ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে এখন একটা খবরেই বেশ শোরগোল পড়ে গেছে যে, শ্রাবন্তী নাকি ফের বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে হাঁটতে চলেছেন। তবে এর পিছনে নানারকম গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরেই নাকি শ্রাবন্তী ও কৃষেনের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। টলিউড ইন্ডাস্ট্রির খবর, কৃষেন নাকি ইদানীং শ্রাবন্তী ও তার ছেলেকে আগের মতো গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সোশ্যাল মিডিয়াতেও স্ত্রী ও ছেলেকেই ছাড়াই ছবি আপলোড করতে দেখা যাচ্ছে কৃষেনকে। এই সব কিছু মিলিয়ে কিছুদিন ধরেই নাকি দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছিল। একটা সময় শ্রাবন্তী বলেছিলেন, তাঁর ছেলেই তাঁর জীবনের সব কিছু। ছেলের জন্যই বেঁচে আছেন তিনি। তবে এবার কি নিজের ছেলের জন্য এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন শ্রাবন্তী?

গত একমাস ধরে গোটা টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রশ্ন, অভিনেত্রী শ্রাবন্তীর সঙ্গে তাঁর স্বামী কৃষেন ব্রজের সম্পর্ক কি ডেঞ্জার জোনে? কখনও ফিল্মের পার্টি, কখনও ঘরোয়া আড্ডায় বারবার এই নিয়েই আলোচনা চলছে।

টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে কান পাতলেই নাকি শোনা যাচ্ছে এই খবর। প্রশ্ন একটাই কেন বার বার এই হাসিখুশি মেয়েটির সঙ্গে এই ঘটনাটি ঘটবে। কারণ ইন্ডাস্ট্রিতে শ্রাবন্তীর মিষ্টি ব্যবহার, জুনিয়র-সিনিয়র সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা বলা, টেকনিশিয়ানদের ভালো-মন্দ

জিজ্ঞাসা করা, সাতে-পাঁচে না থাকার জন্য শ্রাবন্তীর কোনও শত্রু নেই। তাঁর সম্পর্কে খারাপ কিছু শোনা গেলে কেউ খুশি হন না।

তবে শ্রাবন্তী সম্পর্কে তাঁর ঘনিষ্ঠদের অনুযোগ, মনের দিক দিয়ে তিনি অন্যান্যদের থেকে অনেক আলাদা। সম্পর্কের প্রতিও তিনি খুব দায়বদ্ধ। তিনি কোনও সম্পর্কে জড়ালে নিজের দিকটা একেবারেই দেখেন না। তাঁরা মনে করেন, যে কোনও সম্পর্কে শ্রাবন্তী নিজেকে বড় বেশি উজাড় করে দেন। পরিচালক রাজীবের সঙ্গে বিয়ের পর পাঁচ বছর আর সিনেমা করেননি তিনি।

কৃষেনের সঙ্গে বিয়ের পর নিজে কীভাবে সিনেমা জগতে কামব্যাক করবেন সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা না করে বারবার চেষ্টা করেছেন সুপারমডেল স্বামীকে কীভাবে বাংলা সিনেমায় লঞ্চ করানো যায়। এখন দেখার ছেলের কথা ভেবে টলিউডের দুষ্টু-মিষ্টি নায়িকা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখেন না ভাঙেন?

এমনকী শোনা যায়, গত বছর জুলাই মাসে কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে যখন তাঁর আর কৃষেনের রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়, সেই অনুষ্ঠান তারপর ডিনার সব কিছুর আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন নায়িকা নিজে। সেইসঙ্গে এটাও খবর যে, গত বছর রেজিস্ট্রি হলেও এবছর ঘটা করে কোনও পাঁচতারা হোটেলে অফিশিয়াল রিসেপশন দেওয়ার কথা এই দম্পতির। তাহলে এখন ভাঙনের প্রশ্ন উঠছে কেন? এটা লোকেদের মুখ বন্ধ করতে এই লোক দেখানো রিসেপশনশন, না এর পিছনে রয়েছে অন্য কিছু। তবে জল যে অনেক দূর গড়িয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে, কারণ শ্রাবন্তী নাকি ডিভোর্স ফাইল করেছেন এমন খবরও শোনা যাচ্ছে।

বিশেষ সূত্রে খবর, শ্রাবন্তীর বর কৃষেণ, শ্রাবন্তী বা শ্রাবন্তীর ছেলে ঝিনুকের সঙ্গে ছবি আপলোড না করে নিজের লোকজনের সঙ্গে ছবি আপলোড করা শুরু করেন। প্রথম দিকে কেউ অত গুরুত্ব দেননি। কিন্তু পরে ব্যাপারটি নিয়ে বেশ জলঘোলা শুরু হয়।

আরও জানা যায়, বিয়ের পরেই শ্রাবন্তী নিজে উদ্যোগ নিয়ে প্রযোজক অশোক এবং হিমাংশু ধানুকার সঙ্গে একটা মিটিং করে একটা ছবিও অ্যানাউন্স করেন যেখানে হিরো-হিরোইন হিসাবে অভিনয় করার কথা ছিল ওঁদের দু'জনের। ছবির প্রিপারেশনের জন্য ফ্ল্যাটের গোটা ড্রয়িংরুমটাই জিমে পরিণত করেছিলেন কৃষেণ।

তারপর? শোনা যায়, যে ছবিটা তারা একসঙ্গে করবেন বলে ঠিক করেছেন সেই ছবির অর্ধেক ফান্ডিং জোগাড় করার কথা ছিল কৃষেণের। তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে যা জানা গিয়েছে, সেই টাকা জোগাড় করতে অক্ষম হন কৃষেন। তখন শ্রাবন্তী নিজে চেষ্টা করেন। তারপর ওঁদের দু'জনের মধ্যে কী হয়েছে সেটা ধোঁয়াশা। তার কিছুদিন পর থেকেই নাকি ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেয়। তাঁরা আলাদা আলাদা থাকতে শুরু করেন। শ্রাবন্তী থাকছেন তাঁর বাবা-মা ও ছেলের সঙ্গে। কৃষেন নিজের পরিবারের সঙ্গে।

ঘটনার আর স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৩ আগস্ট শ্রাবন্তীর জন্মদিনের দিন। যাঁরা জানতেন ঝামেলা চলছে তাঁরা ভেবেছিলেন স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে এই ঘটনাগুলি হওয়া স্বাভাবিক আবার ঠিকও হয়ে কিন্তু না। কিন্তু জন্মদিনেও কৃষেণকে না দেখে এরা যথেষ্ট আশ্চর্য হন। শ্রাবন্তী ও কৃষেণ দুজনেই এই ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। তাঁদের মতে, দুজনের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাঁরা কারুর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না।

রটনার মধ্যে কিছু যে ঘটনা আছে, তা দুজনের এড়িয়ে যাওয়ার কথাতেই স্পষ্ট। তবে দুজনের বন্ধন অটুট থাকুক, এবং তাঁরা টলিউড ইন্ডাস্ট্রির একজন 'হ্যাপি কাপল' হিসাবেই থাকুন— এমনটাই আশা করে তাঁর ভক্তেরা।

ফের জোলির কাছে ব্র্যাড?

ফের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগতে পারে। বিবাহবিচ্ছিন্ন এবং জনপ্রিয় জুটি কি পুনর্মিলনের রাস্তা খুঁজে পেলেন? ব্র্যাড পিট আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলি কি ফের এক হচ্ছেন? নতুনভাবে শুরু হচ্ছে তাঁদের রসায়ন? গোটা হলিউড জুড়ে এখন এই নিয়েই আলোচনা চলছে। চলছে জোর জল্পনা।

তবে দুই তারকার ঘনিষ্ঠ মহলের খবর তেমনটাই বলছে। ব্র্যাড এবং জোলি দু'জনেরই বন্ধু-বান্ধবদের থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ব্র্যাড চাইলে অ্যাঞ্জেলিনা তাঁকে ফিরিয়ে নিতেও পারেন। আরেকটা সুযোগ দিতে পারেন তাঁদের দু'জনের ছয় সন্তানের বাবার দায়িত্ব পালন করার। কিন্তু কীভাবে?

একসময় বেশ ঘটা করেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের অন্যতম কারণ হল মদ। অ্যাঞ্জেলিনা জোলির সবচেয়ে অপছন্দের জিনিস ছিল মদ্যপান। শোনা যায়, ব্র্যাড পিট বিয়ের আগে থেকেই প্রচুর মদ্যপান করতেন। অ্যাঞ্জেলিনা জোলি বারবার বারণ করা সত্ত্বেও শোনেননি ব্র্যাড। এরপরও তাঁদের বিয়ে হয়। হয়তো অ্যাঞ্জেলিনা ভেবেছিলেন বিয়ের পর শুধরে যাবেন ব্র্যাড। কিন্তু নিজের অভ্যাস থেকে বেরোতে পারেননি ব্র্যাড। বরং বিয়ের পর আরও বেশি করে মদ্যপান করতেন। এ-কারণেই ব্র্যাডকে ছেড়ে চলে যান অ্যাঞ্জেলিনা।

কিন্তু শোনা যাচ্ছে মদ ছেড়েছেন ব্র্যাড। আর এতেই বেশ খুশি অ্যাঞ্জেলিনা। জানা গিয়েছে, ব্র্যাডের মদ ছাড়ার সিদ্ধান্তে নাকি বেশ খুশি হয়েছেন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী অ্যাঞ্জেলিনা। অন্যদিকে ব্র্যাডও তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, পিতৃত্বের ভূমিকা যে ভালোভাবে পালন করতে পারেননি তা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তিনি ভুল শুধরোতেও চান। এদিকে একবছর আগে ব্র্যাড পিট আর অ্যাঞ্জেলিনা জোলির ডিভোর্স ফাইল হলেও তা এখনও অমীমাংসিত রয়েছে। দু'জনের কেউই নাকি বিষয়টি নিয়ে এগোতে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। সরকারি কাজকর্ম তাড়াতাড়ি মেটানোর জন্য নাকি বিশেষ গা করছেন না স্বামী-স্ত্রী কেউই। ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, 'অ্যাঞ্জ'কে ফিরে পেতে ব্র্যাডের লাগামহীন মদ্যপান ছাড়ার প্রাণপণ চেষ্টাই নাকি মন গলিয়েছে গিন্নির। তাই আইনি বিচ্ছেদের পথে নাকি স্থগিতাদেশ দিয়েছেন অ্যাঞ্জেলিনা স্বয়ং। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নটা ঘুরে ফিরে উঠছে হলিউডের আনাচে-কানাচে— তবে কি পুনর্মিলনের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে? একসঙ্গে ফিরছেন ব্র্যাড এবং অ্যাঞ্জেলিনা? শুভাকাঙ্ক্ষীরা অন্তত সেটাই চাইছেন। বন্ধুমহলেরও তীব্র ইঙ্গিত সেদিকেই। কিন্তু ব্র্যাড-অ্যাঞ্জেলিনা আপাতত এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাই এই জুটি ও তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী? তা জানতে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রভাসের বিপরীতে কাজ করতে শ্রদ্ধা পারিশ্রমিক কম নিতে রাজি

কারণ কি অন্য কিছু? প্রশ্ন বলিপাড়ায়

'বাহুবলী' খ্যাত প্রভাসের পরবর্তী ছবি 'সাহো'র নায়িকা কে হবেন সেই নিয়ে সরগরম গোটা বলিউড ইন্ড্রাস্ট্রি। একসময় অনুষ্কা শেট্টির নাম শোনা গেলেও এখন শ্রদ্ধা কাপুর সেই জায়গা দখল করেছেন। হঠাৎ প্রভাসের বিপরীতে এই নায়িকার এত হুড়োহুড়ির পিছনে রয়েছে প্রভাসের 'বাহুবলী' খ্যাতি। 'বাহুবলী ২'-এর সাফল্যের পরেই সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছেন প্রভাস। তাঁর ভক্তকুলের পাশাপাশি প্রভাসের পিছনে শুধু প্রোডিউসার আর ডিরেক্টরদের লাইন লেগেছে তা নয়, লাইন লেগে গেছে অভিনেত্রীদেরও। আর সেই তালিকায় নবতম সংযোজন শ্রদ্ধা কাপুর। এমনকী শ্রদ্ধা নাকি প্রভাসের নায়িকা হতে পারলে পারিশ্রমিকও কম নেবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রভাসের পরবর্তী সিনেমা 'সাহো'তে কে তাঁর নায়িকা হবেন তা নিয়ে জল্পনা ছিল তুঙ্গে। সবাই এক রকম নিশ্চিত ছিলেন যে অনুষ্কা শেট্টিকেই দেখা যাবে প্রভাসের নায়িকার ভূমিকায়। অনুষ্কার বাড়তি ওজনই বাধ সেধে বসল। কারণ 'সাহো'র নায়িকা চরিত্রের জন্য এমন একজনকে চাই যাকে হতে হবে ফিট। সেইসঙ্গে হতে হবে স্লিম অ্যান্ড ট্রিম। এখানেও সময়ের অপ্রতুলতার কারণে কোনওভাবেই বাড়তি ওজন ঝরিয়ে স্লিম হতে পারবেন না অনুষ্কা শেট্টি। তাই শেষমেশ অনুষ্কা বাদ পড়েছেন 'সাহো' থেকে। আর তার সেই জায়গায় দখল করেছেন শ্রদ্ধা কাপুর।

যদিও শ্রদ্ধার কিছুদিন আগের ছবি 'হসিনা পার্কার'-এর জন্য বেশ কিছুটা ওজন বাড়াতে হয়েছিল। কিন্তু শ্রদ্ধা কথা দিয়েছেন সময়ের মধ্যেই সেই বাড়তি ওজনই শুধু নয় তার থেকেও বেশিই ওজন কমিয়ে ফেলতে তৈরি তিনি। এছাড়া সব থেকে বড় খবর হল প্রভাসের সঙ্গে কাজ করার জন্য নিজের পারিশ্রমিকও কমিয়ে ফেলতে রাজি শ্রদ্ধা।

এর আগে যখন সাহোর চরিত্র নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে নির্মাতারা কথা বলেছিলেন তখন নাকি মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো বড় টাকা দাবি করেছিলেন শ্রদ্ধা। কিন্তু পরে সেই দাবি থেকে নিজে থেকেই সরে এসেছেন।

তবে শ্রদ্ধার এই উদারতার পিছনে অন্য কারণ খুঁজছে বলি

ইন্ডাস্ট্রি। শ্রদ্ধার আগে বেশ কয়েকটি ছবি ফ্লপ হওয়ার জন্যই নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

তাই 'বাহুবলী'র আকাশচুম্বী সাফল্যের পর তিনি প্রভাসের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না ।সব মিলিয়ে প্রোডিউসারদের শর্তেই রাজি তিনি।

প্রভাসের পরবর্তী ছবি 'সাহো' হিন্দি ও তেলুগু দুই ভাষাতেই দেখতে পাবে তাঁর ভক্তকুল।

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

ছবিটা আজ রিলিজ করছে, একটু টেনশন হচ্ছে

শর্মিলা চন্দ্র

প্রেমের কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই। ছোট বয়সের ছেলে-মেয়েরাও যেমন প্রেমে পড়ে তেমনই একটু বেশি বয়সের মানুষও কিন্তু প্রেমে পড়তে পারে। এই বিষয় নিয়েই পরিচালক সঞ্জয় গুহ-র নতুন ছবি 'সেদিন বসন্তে'। ছবিতে একটু অন্য ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে ইন্দ্রাণী দত্ত-কে। ছবিটির গল্পও একটু অন্য রকমের। বলতে গেলে সিনেমাপ্রেমীদের একটি ভিন্নস্বাদের ছবি উপহার দিচ্ছেন পরিচালক। ইন্দাণী দত্ত-র সঙ্গে এক ঘরোয়া আড্ডায় উঠে এল অন্যান্য বাংলা ছবির থেকে এই ছবি কতটা আলাদা এবং এই ছবি কেন দর্শকদের ভালো লাগবে এই সমস্ত বিষয়।

বিনোদন: বাংলা সিনেমায় মাঝে কিছুদিন গ্যাপ, এই ছবি দিয়ে আবার ছবির লিড রোলে আপনাকে পাওয়া যাবে, এই ছবিতে কাজ করার বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?

ইন্দ্রাণী দত্ত: অবশ্যই, এই ছবির স্টোরিটা আমার খুব ভালো লেগেছে। এখন অনেক ভালো ভালো বাংলা ছবি হচ্ছে। কিন্তু তা-ও বলব এই ছবিটা একেবারেই আলাদা। 'সেদিন বসন্তে' ছবিটা একটা ম্যাচিওর্ড লাভ স্টোরি। একটা ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। জেনারেলি প্রেমের গল্প বলতে সেখানে কিছু ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকেই ধরে নেওয়া হয়। তারাই শুধু প্রেম করে। কিন্তু প্রেমটা তো একটা বয়সের পর থেমে যায় না। প্রেম যেমন ১৫-তেও আসে, তেমন ৩৫-সেও আসে, প্রেম যে বয়স অনুযায়ী আসে, তেমনটা তো নয়। বা আমার বেশ কিছুটা বয়স হয়েছে বলে আমি প্রেমে পড়তে পারি না বা প্রেম দেখলে মুখটা ঘুরিয়ে নেব এমনটাও হয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা ম্যাচিওর লাভ স্টোরি।

বিনোদন: এই ছবিতে আপনাকে কোন চরিত্রে পাওয়া যাবে?

ইন্দ্রাণী দত্ত: এখানে আমার চরিত্রটি হল 'পদ্ম-নট্যকী' পুরস্কার পাওয়া একজন সফল নৃত্যশিল্পীর।

বিনোদন: ছবির গল্পটা কীভাবে এগোবে?

ইন্দ্রাণী দত্ত: ছবিতে কৌশিক সেন এবং দেবদূত ঘোষ আমার বিপরীতে রয়েছেন। কৌশিক সেন একজন অত্যন্ত সাকসেসফুল স্কাল্পচার এবং পেইনটার। তাঁরই একটি কাজে তার আমন্ত্রণে আমি সাউথ ইন্ডিয়াতে যাই। ওখানে ওঁর একটা গুরুকুল আছে। ওই গুরুকুলের যারা ছাত্র-ছাত্রী তাদের নিয়ে আমায় একটা অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাউথ ইন্ডিয়ায় যাওয়ার পথে আমার দেবদূতের সঙ্গে দেখা হয়। দেবদূতের চরিত্রটা এখানে একজন সফল ফ্যাশন ডিজাইনারের। যিনি বিদেশেও বড় বড় কাজ করে এসেছেন। এই দু'জন মানুষের সঙ্গে অনুরাধা অর্থাৎ আমার একটা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমের দিকে গড়ায়। একজনের সঙ্গে প্রেম হয়, তারপর তার সঙ্গে প্রেম ভাঙে। এই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়েই গল্পটা এগোবে। তবে শেষপর্যন্ত কার সঙ্গে প্রেমটা টিকবে বা আদৌও টিকবে কি না সেটা জানার জন্য অবশ্যই ছবিটা দেখতে হবে।

বিনোদন: এই ছবির মাধ্যমে কি কোনও মেসেজ দেওয়া হয়েছে?

ইন্দ্রাণী দত্ত: না, এই ছবির মাধ্যমে সেই অর্থে কোনও রকম মেসেজ দেওয়া হয়নি। সমসাময়িককালে যে সমস্ত ছবি তৈরি হচ্ছে, সেগুলির মাধ্যমে কোনও রকম পারিবারিক সমস্যা বা সামাজিক সমস্যাটাকেই তুলে ধরা হচ্ছে, কিন্তু এই ছবিতে সেরকম কিছু দেখানো হয়নি। তবে এই ছবিটা একটা নিখাদ প্রেমের গল্প। পারিবারিক গল্পও বলা যায়। তবে সিনেমাটা দেখলে ভালো লাগবে। আমাদের এখনকার স্ট্রেসফুল লাইফে একটু রিল্যাক্সের জন্য এই ধরনের ছবি প্রয়োজন। এটুকু বলতে পারি, দর্শকরা ছবিটা মুগ্ধ হয়ে দেখবেন। তবে ছবিটা দেখে বাড়ি ফেরার পর সকলকে ভাবাবে। সিনেমাটা সেইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকে নিজেরে জীবনের সঙ্গে ছবিটা রিলেট করতে পারবেন। ছবিতে আর্ট, কালচার যেমন রয়েছে তেমন ফ্যাশন, মডেলিং-ও রয়েছে। এই ছবিটা সব কিছুর মেলবন্ধন বলা যেতে পারে।

বিনোদন: এই ছবিতে কাজ করে কেমন লাগল?

ইন্দ্রাণী দত্ত: এই ছবিতে আমি শুধু অভিনয় করেছি, এমনটা নয়। এই ছবিতে আমার অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আমিই ছবিটার প্রেজেন্টার। তাই অভিনয় ছাড়াও আমার একটা দায়িত্ব রয়েছে। এখানে আমরা সকলেই খুব ভালোভাবে কাজ করেছি। সকলেই নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। দর্শকদের ভালো লাগলেই আমাদের কাজ করা এবং ছবি বানানোটা সার্থক হবে। তবে এরজন্য আমি এই ছবির কাহিনীকার এবং চিত্রনাট্যকার সুব্রত চৌধুরীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তিনি এত ভালো গল্প না লিখলে আমরা এত সুন্দর একটা ছবি বানাতে পারতাম না। আর একজনকে স্পেশাল থ্যাংকস জানাতে চাই তিনি হলেন সুব্রত বোস। তিনি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়েছেন। বলতে গেলে অসাধারণ হয়েছে।

বিনোদন: ছবিতে আপনার মেয়ের লিপে আপনি গান করেছেন, কেমন লেগেছে?

ইন্দ্রাণী দত্ত: দারুণ লেগেছে। মেয়ের গাওয়া গানে প্রথমবার লিপ মেলালাম। খুব ভালো লেগেছে। এই ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করেছেন নচিকেতা চক্রবর্তী এবং জয় সরকার। নচিকেতা চক্রবর্তীর সুরে আমার মেয়ে রাজনন্দিনী গান করেছে।

বিনোদন: আপনার মেয়ের কি এই প্রথম ছবিতে গান গাওয়া?

ইন্দ্রাণী দত্ত: না, এর আগে ও নায়িকার ভূমিকায় ছবিতে জয় সরকারের সুরে গান গেয়েছে। আগামী দিনেও ওর হাতে গানের অনেক অফার রয়েছে।

বিনোদন: আপনি এত বড় একজন নৃত্যশিল্পী, মেয়েকে গায়িকা না নৃত্যশিল্পী হিসাবে দেখতে চান?

ইন্দ্রাণী দত্ত: ও খুব ভালো নাচে। তবে গানটাও খুব ভালো করে। তাই আমি আগামী দিনে ওকে একজন প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসাবে দেখতে।

বিনোদন: কারওর কাছে নিশ্চয় গানের তালিম নেয়?

ইন্দ্রাণী দত্ত: হ্যাঁ, ও গুরু প্রবীর কর্মকারের কাছে তালিম নেয়।

বিনোদন: এখনকার বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনাকে দর্শক নায়িকা হিসাবে কতটা গ্রহণ করবে বলে আপনি মনে করেন?

ইন্দ্রণী দত্ত: হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা যে আমি অনেকদিন পর বাংলা ছবিতে কাজ করছি। তবে আমায় দর্শক নায়িকা হিসাবেই কিন্তু চেনে। ইন্দ্রণী দত্ত নামটা মানেই সে নায়িকা। আমি কোনও দিন ক্যারেক্টর আর্টিস্ট হিসাবে কাজ করিনি। বেলেশেষে একটা ফ্যামিলি ড্রামা ছিল। তবে নায়িকার ভূমিকা সিনেমাতে কিন্তু আমি নায়িকার চরিত্রেই কাজ করেছি। এখানেও নায়িকা। তাই এখনকার প্রজন্মের নায়িকাদের সঙ্গে আমাকে নায়িকা হিসাবে দর্শকদের গ্রহণ করতে মনে হয় না খুব একটা অসুবিধা হবে। আর আমার সমসাময়িক নায়িকারাও তো এখনও নায়িকার ভূমিকায় কাজ করছে। ঋতুপর্ণা যেমন এখনও কাজ করছে।

বিনোদন: ছবিটা নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

ইন্দ্রাণী দত্ত: গল্পটা দর্শকদের ভালো লাগবে। আমাদের বয়সি যারা তাদের যেমন ভালো লাগবে, আমাদের সিনিয়র যাঁরা তাঁদেরও যেমন ভালো লাগবে। পাশাপাশি আমাদের থেকে অনেকটাই যারা জুনিয়র তাদেরও ভালো লাগবে এটুকু বলতে পারি। এছাড়া যারা কলেজগোয়ার তাদেরও বেশ ভালো লাগবে। দর্শকদের ভালো লাগলে আমাদের কাজ করা সফল হবে।

বিনোদন: আগামিদিনের কী পরিকল্পনা?

ইন্দ্রাণী দত্ত: আগামী ১০ অক্টোবর আমার নাচের ইনস্টিটিউশন ইন্দ্রাণী দত্ত কলা নিকেতন

১৬ বছর পার করে ১৭ বছরে পরছে। ওইদিন অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম রয়েছে। ওটা নিয়ে ব্যস্ত আছি। যারা নাচ শেখে তারা খুব ভালোভাবে নিজেরে তৈরি করছে। ওটা আমার আরও একটা ফ্যামিলি বলতে পারেন। এছাড়া আমার ইন্দ্রাণী দত্ত ডান্স ট্রুপ 'সৃষ্টি'-তো রয়েছে। দেশে-বিদেশে প্রোগ্রাম করি। নাচ আর অভিনয় নিয়েই থাকতে ভালো লাগে। এরপর ভালো ছবির অফার পেলে নিশ্চয় করব।

বিনোদন: যে ছবি নিয়ে এত কথা হল সেই ছবিটা আজ রিলিজ করছে, টেনশন হচ্ছে?

ইন্দ্রাণী দত্ত: একটু টেনশন তো হচ্ছে, তবে সকলে যেভাবে কাজ করেছি এবং সিনেমাটা যেভাবে তৈরি হয়েছে সেটা সকলের ভালো লাগবে এটুকু আশা রয়েছে।

একটু টেনশন তো হচ্ছে, তবে সকলে যেভাবে কাজ করেছি এবং সিনেমাটা যেভাবে তৈরি হয়েছে সেটা সকলের ভালো লাগবে এটুকু আশা রয়েছে।

আংটি খুঁজতে গিয়ে গল্পটাই হারিয়ে ফেলল

হ্যারি অ্যান্ড সেজল

শঙ্খ রায়

ফিল্মের সেজল পেরেছে সেই বাঁধন ভেঙে বেরোতে। আগল ছেড়ে বেরোতে। নিজের সুখের জীবন, সমাজ আর লোকচক্ষুর ভয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। ফিল্মের হ্যারিও পেরেছে। নিজের যত না-পাওয়া, ক্ষোভ বা খোঁজকে কোনও একজনের কাছে উজাড় করে দিতে। এই মেসেজকে যদি মোদ্দা কথা ধরেও নিই, তবুও মন না চাইলেও বলতে হবে গোটা সিনেমাটাতে কোনও স্টোরিই নেই।

রোম্যান্টিক সিনেমায় শাহরুখ সবসময়ই অনবদ্য। এই জোনারের সিনেমা মানেই কিং খান-এর সফলতা একশোভাগ। ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে শাহরুখ খানের একটা নিজস্ব স্টাইল আছে, একটা ফ্যান্টাসি আছে, যা অন্যদের থেকে তাঁকে চিরকালই আলাদা করে। এমনিতে শাহরুখ খানের সিনেমা মানেই একটা আলাদা উন্মাদনা থাকবে, আর তারপর যদি হয় রোমান্টিক ফিল্ম। তবে একটা কথা কিন্তু ঠিক তার অন্য ফিল্ম রিলিজের আগে যেমন উন্মাদনা থাকে 'জব হ্যারি মেট সেজল' ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা কোনও কারণে অনেকটাই কম ছিল। তার কারণ অবশ্য হতে পারে ট্রেলার, প্রোমোশন, অথবা মুভি সং।

এবার আসা যাক সিনেমার গল্পে। ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত এই ছবিতে দেখা যায়, একদিকে জীবনের উপর বিরক্ত ট্যুর গাইড হ্যারি (শাহরুখ) আর অন্যদিকে সিজলিং গুজরাতি তরুণী সেজল (অনুষ্কা)। এক মাসের ইউরোপ ট্যুর এবং সেখানে তার এনগেজমেন্ট হবার পর দেশে ফেরার জন্যে এয়ারপোর্টে এসে সেজল (অনুষ্কা) খেয়াল করে যে সে তার এনগেজমেন্টের আংটিই হারিয়ে ফেলেছে। আংটি ছাড়া সে দেশে ফিরতে নারাজ! হবু স্বামীর কাছে মুখরক্ষা করতে সে আবার সেই শেষ হওয়া ট্যুরেরই ট্যুর গাইড হ্যারির (শাহরুখ) সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে আংটি খুঁজতে। ব্যস এখান থেকেই শুরু হল সিনেমার গল্প।

ইমতিয়াজ আলির আগের ছবিগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে হ্যারি ও সেজলের গল্প আউট অব দ্য বক্স মনে হবে না। এটা খানিকটা ওই মোড়কে পুরানো জিনিস। এখানে পরিচালক কাহিনিকে গুরুত্ব দেবেন, না ভ্রমণকে— সেটা যে ঠিক কোন রহস্যে গুলিয়ে ফেললেন! ফলে অত ভালো লোকেশন থাকা সত্ত্বেও সিনেমাটোগ্রাফারকে বেশিরভাগ শট ব্যস্ত শহরের রাস্তায়, কফিশপে কিংবা হোটেলের ঘরের ভিতর করতে হল! দেখে মনে হবে, এর জন্য ইউরোপ? মুম্বই নিজেও তো লোকেশন হিসাবে মন্দ নয়! তবে ওই যে ফরেন ট্রিপ না হলে কি আর নিজেকে বলিউড ফিল্মমেকার মনে হয় কারওর?

সারা সিনেমা জুড়ে, গোটা ইউরোপ জুড়ে শুধু খুঁজে যাওয়া হয়েছে একটা আংটি। যেটা খুঁজতেই এদেশ থেকে সেদেশ, এই ঘটনা থেকে সেই ঘটনা। তবে এই আংটি খুঁজতে খুঁজতে আংটি হয়তো এদিকে-সেদিকে কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে সিনেমার নায়ক-নায়িকা খুঁজে পেয়েছে অন্য জিনিস, নিজেদের ভেতরকার অন্য অস্তিত্বকে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কিছু 'কমি' থেকে যায়। যেটাকে বাংলায় 'খামতি' বলে। প্রতিদিনের সুখী গৃহকোণে কোথায় যেন সেটা চাপা পড়ে থাকে কিছু সুপ্ত ইচ্ছে, মনের মতো করে নিজের পৃথিবীকে সাজিয়ে নেবার বাসনা। হঠাৎ যদি সেই 'বিশেষ' মানুষটির মুখোমুখি হওয়া যায় আকস্মিকভাবে, তখন সেই খামতিটা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। এতদিন নিজেকে মানিয়ে-গুছিয়ে যেভাবে চলছিল সেই ছকটা ভাঙতে ইচ্ছে করে বারবার। ফিল্মের সেজল পেরেছে সেই বাঁধন ভেঙে বেরোতে। আগল ছেড়ে বেরোতে। নিজের সুখের জীবন, সমাজ আর লোকচক্ষুর ভয় ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। ফিল্মের হ্যারিও পেরেছে। নিজের যত না-পাওয়া, ক্ষোভ বা খোঁজকে কোনও একজনের কাছে উজাড় করে দিতে। এই মেসেজকে যদি মোদ্দা কথা ধরেও নিই, তবুও মন না চাইলেও বলতে হবে গোটা সিনেমাটাতে কোনও স্টোরিই নেই। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল মেনে নিলাম অনেক ওপেন মাইন্ডেড সেজলের ফ্যামিলি, তার উড বি হাজব্যান্ড। তবুও এনগেজমেন্টের পর বিয়ের আগে একটা মেয়ে বিদেশে শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা আংটি খোঁজার জন্য, খুব অদ্ভুত লাগে এই গল্প! সিনেমাটাতে দেখার মতো আছে শুধু শাহরুখ আর অনুষ্কার ড্রেসকোড। এই ব্যাপারে কস্টিউম ডিজাইনারের তারিফ করতেই হবে। আর রয়েছে কিছু সুন্দর লোকেশন। তবে এর জন্য পুরো একটা সিনেমা?

নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি থেকে নতুন শতাব্দীর অনেকটা সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করেছেন শাহরুখ খান। এই সময়ে বক্স অফিস হিট-এর সাথে এই নামটি ছিল সমার্থক। তাঁর এই আধিপত্যের কারণেই তাঁকে ডাকা হয় 'কিং খান', 'কিং অব বক্স অফিস' ইত্যাদি নামে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শাহরুখ খানের কোনও সিনেমাই তাঁর নামের প্রতি সুবিচার করতে পারছে না। এই সিনেমাও সেই ট্র্যাডিশন ভাঙতে পারেনি।

সিনেমার গানগুলোর মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আনার চেষ্টা হয়েছে। এই ছবির সংগীত সামলেছেন প্রীতম। তবে শহিদ মাল্য ও সুনিধি চৌহানের ডুয়েট গান 'রাধা' কিন্তু একেবারে অন্য ছকে বাঁধা। এই গানে দর্শককে যেন অন্য এক গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছেন শাহরুখ-অনুষ্কা। গানটি সিনেমা রিলিজের আগে থেকেই একটা বড় অংশের দর্শকের পছন্দের তালিকায়। 'সফর'—এই গানে সত্যিই এক জার্নির কথা বলতে চেয়েছেন পরিচালক। যা যোগ্য করে তুলেছেন প্রীতম। শাহরুখ খান, ইমতিয়াজ আলি, প্রীতম ও লেখক ইরশাদ কামিল একসঙ্গে বসেই গানটি তৈরি করেছেন। তা কিন্তু বিফলে যায়নি। দেব নেগি, সুনিধি চৌহান, আমন তিরখা ও নোরান সিস্টার্সদের গলায় বাটারফ্লাই গানে পাগড়ি মাথায় শাহরুখ ও সালোয়ার-কামিজে অনুষ্কার নাচ দারুণ অ্যাট্রাকটিভ। আর সবশেষে যে-গানটির কথা বলব, সেটা হল হাওয়ায়ে। যাঁরা গান ভালোবাসেন এমন মানুষের প্লে-লিস্টে অনায়াসে ঢুকে পড়বে এই প্রেমের গানটি। শাহরুখ-আনুষ্কার জুটির প্রেজেন্টেশনও ভালো লেগেছে। কিন্তু সমস্যা হয়ে গিয়েছিল গানের টাইমিং। ইন্টারভ্যালের আগেই ব্যাক টু ব্যাক দুটো গান, আবার ইন্টারভ্যালের ঠিক পরেই আরও একটা। কিছুটা বিরক্তিকর তো বটেই। ওভারঅল সিনেমার জন্যই তো গান, নাকি গানের জন্য সিনেমা?

তবে এই সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফির প্রশংসা করতেই হবে। প্রশংসা করতে হবে অনুষ্কার অভিনয়েরও। কিং অব রোম্যান্স হিসাবে শাহরুখকে বহুবার, নানাভাবে ব্যবহার করে ফেলেছে বলিউড। কিন্তু ব্যবসাসফল নির্মাতা ইমতিয়াজ আলি কিং খানের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে পারেননি। ইমোশনের থেকে ডায়লগের ব্যবহার ছিল বেশি। গল্পের এন্ডে কোনও ট্যুইস্ট নেই, পাঞ্চ নেই, যা অডিয়েন্সকে মুগ্ধ করবে। স্টোরিটেলর ইমতিয়াজ আলির এই ছবির গল্পের কাহিনি ইন্টারভ্যালের আগেই অনুমান করা যায়।

বিনোদন
যুগশঙ্খ SUPPLI
শুক্রবার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৭

কসবা ‘অর্ঘ্য’র উরুভঙ্গম

সৌরভ মণ্ডল

অ্যাকাডেমি চত্বর, রাত্রি ১১টা এত লোকের জমায়েত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে অনুসন্ধিৎসু যে কয়েকজন সেদিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাদের অনেকেই পরদিন সকালে বলেছেন এমন রাত্রি জীবনে কয়েকটাই আসে। হ্যাঁ, মণীশ মিত্র নির্দেশিত ‘উরুভঙ্গম’ এমনই একটা নাটক যেখানে মুগ্ধতাই শেষ কথা। নাটক শুরু হয়েছিল রাত ১১টায়। এগারোটা মানে এগারোটাই নির্দেশক এতটাই পাংচুয়াল। আর শেষ ভোর পাঁচটায়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই ছ’ঘণ্টা যে কোনও মানুষের জীবনের স্মরণীয় ছ’ঘণ্টা হতে পারে। সম্পূর্ণ মহাভারতকে বিভিন্ন আঙ্গিকে অভিনয় ও সংগীতের মাধ্যমে এই ছ’ঘণ্টায় মানুষের কাছে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা অনবদ্য। নাটকটিতে ব্যবহৃত সংগীত মনোমুগ্ধকর। অনেক বিশিষ্ট সমালোচকই একথা স্বীকার করেছেন এই নাটকে যে সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে তা ভারতীয় থিয়েটারকে পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই নাটকটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল, অভিনয়টা পুরোটাই প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে উপস্থাপন না করে দর্শককে চারটি ইন্টারভ্যালে বাইরে নিয়ে গিয়ে সেখানে লিফ্লেজ ধরে রেখে অনবদ্য সংগীত পরিবেশনা আর কিছু ন্যাচারাল অ্যাক্টিং-এর মাধ্যমে সেই মহাভারতের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো। সংগীত এই নাটকের প্রাণ। এই নাটকে ব্যবহৃত সংগীত মন ও মননের সাথে এতটাই সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে নাটক, সংগীত আর ধারাভাষ্য মিলে দর্শক এই ছ’ঘণ্টা একটা ঘোরের থাকতে বাধ্য।

কসবা অর্ঘ্য’র উপস্থাপনা ‘উরুভঙ্গম’ ৬ ঘণ্টার মোহময় প্রাণোচ্ছল যে আবহাওয়া তারা তৈরি করেছিল, তাতে মনে হচ্ছিল কলাকুশলীরা হ্যামলিনের বাঁশিয়ালা আর দর্শক হিপনোটাইজড। এই নাটকটি দেখার পর অনেক দর্শককেই বলেছেন তাঁরা আপ্লুত এবং গর্বিতও, যে এমন একটি কাজ এই শহরে হয়। সারা নাটক জুড়ে মহাভারতের সূত্র ধরে আজকের রাজনীতি, নারীর অবস্থান, সময়ের রঙে জীবনের প্রাসঙ্গিকতা বার বার একটা জিনিস দর্শককে ভাবাবে, আমরা ভালো আছি তো?

রাত ভোরের দিকে এগোচ্ছে আর আকাশের রং বদলানোর সাথে সাথে বদলে

যাচ্ছে মহাভারতের অধ্যায়। চারটি ইন্টারভ্যালে কসবা অর্ঘ্য যে অভূতপূর্ব উপস্থাপনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল, ভাবলে গায়ের রোম এখনও খাড়া হয়ে যায়। বিশেষত মেরি আচার্যের উপস্থাপনা এতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। নাটকের ইন্টারভ্যালে একটু জোরালো কণ্ঠে মহাভারতের দ্রৌপদী থেকে আজকের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে নির্দেশক যে প্রশ্নটা বারবার তুলে ধরেছেন দর্শকের কাছে সেই প্রশ্ন— ‘সেফটি অব সাইলেন্স’, মনের ভেতর যে দ্বিধান্বিত আলোড়নের ঝড় উঠিয়েছিল তা সহজে থামবার নয়। শব্দটা বারবার কানে বাজছিল – ‘safety of silence’। সত্যিই তো নিজেদের সেফটির কথা ভেবে মানব প্রজাতি চরমতম অন্যায়ও হজম করে নেয় নির্দ্বিধায়। জয়দীপ সহ তাঁর যন্ত্রানুষঙ্গীদের সম্পর্কে পারফরমেন্স যতই বলা হবে ততই কম হয়ে যাবে।

সবশেষে বলি রাজু বেরা, তাপস চট্টোপাধ্যায়, সীমা ঘোষ সহ স্বয়ং মণীশবাবুর মনোমুগ্ধকর অভিনয়ের কথা তো বলেই দিল হলভর্তি অগণিত দর্শক। হাততালির প্রতিধ্বনিই বলে দিচ্ছিল উরুভঙ্গম, আবার দেখা হবে।

‘ঝিন্টি তুই বৃষ্টি হতে পারতিস’

তন্ময় মণ্ডল

‘ঝিন্টি তুই বৃষ্টি হতে পারতিস/ এই মেঘলা দুপুরে কত কাছাকাছি থাকতাম...ঝিন্টি তুই বৃষ্টি হতে পারতিস/ ঝরে পরতিস টিপ টুপ টিপ টুপটাপ গায়ে মাখতাম...’ এই লিরিক্স এই সুর আদতে এক অন্য অনুভব। এই গান এখনও ইয়াং জেনারেশনের হার্টথ্রব সং। খরখরে রোদে বা হাঁসফাঁস হৃদয়ে এমন গানের দু-এক টুকরোই মনে আনতে পারে শান্তি বারিশ। Y2K-এর শুরুতে রিলিজ করা এই গান যেন প্রত্যেকটা প্রেমিক সত্তার মনের কথা। প্রত্যেক প্রেমিকের অন্তরের হিডেন কুঠুরির অভিব্যক্তি। প্রত্যেকটা ছেলের বুকের ভেতরে স্পর্শকাতর একটা নামই হয়তো ঝিন্টি। এই গানটা হঠাৎ করে শিলাজিৎ-এর মাথায় কী করে এল? এমন একটা অনুভূতি, এমন একটা ঘোরলাগা আবেগ। এ প্রসঙ্গে শিলাজিৎ বললেন, ‘ঝিন্টি গানটা এসেছে হঠাৎ করেই একদিন দুপুরবেলা। আমার বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। একটা ফোন এসেছিল। এক মহিলা ফোন করেছিলেন। নানারকম কথাবার্তা আলোচনা হচ্ছিল। সেদিন খুব মেঘলাও করেছিল। কথা প্রসঙ্গে সে বলল এত দূরে থাকি এখান থেকে কী করে যাব? আমি বললাম তুই বৃষ্টি হতে পারতিস। সেখান থেকেই...।’

আটের দশকের শেষ থেকে বাঙালির ভাবনা-চিন্তা ও জীবনবোধে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। আর সেই পরিবর্তন বাঙালিকে এক অন্য বাঙ্গালিরূপে উপস্থাপন করে। গিটার হাতে একজন বাঙালিও যে স্টেজ কাঁপাতে পারে, নিজের সময়ের কথা এভাবেও তুলে ধরতে পারে সেই ট্রেন্ড প্রথম চালু করেন ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’র গৌতম চট্টোপাধ্যায়। গানের জগতের সৃষ্টি হওয়া সেই নতুন আঙ্গিক থেকে সুমনদের অতিক্রম করে পরবর্তী সময়ে শিলাজিৎ-এর এই গান বাংলা গানে একটা মাইলস্টোন।

নিন্দুকেরা বা অনেক সমালোচক যতই শিলাজিৎ-এর গান নিয়ে নাক শিঁটকাক না কেন, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতারা কিন্তু অন্য কথা বলে। শিলাজিৎ মানেই নতুন কিছু। শিলাজিৎ মানেই চমক। গানের ফর্ম ভেঙে নতুন ফর্ম নিয়ে আবার এক্সপেরিমেন্ট।

একটা গান তৈরির পিছনে অনেক গল্প থাকে। ‘ঝিন্টি’ গানটার এরকমই একটা গল্প শোনাই শিলাজিৎ-এর মুখ থেকে, ‘আমি আর আবলুদা কালীঘাটের একটা গলিতে নির্জন দুপুরে কাক ধরতে বেরিয়েছিলাম। মানে কাকের গলা রেকর্ড করব বলে। ‘ঝিন্টি’ গানটাতে ব্যবহার করব। আবলুদার হাতে মিনি রেকর্ডার, কানে হেডফোন। একটা কাকও ডাকে না। অবশেষে কানে পড়ল কাকের ডাক। একটা বাড়ির কার্নিশে বসে আমার প্রিয় পক্ষী তারস্বরে ডাকছে। চুপিসাড়ে আবলুদা পৌঁছে গেল কাকের কাছে। রেকর্ডার অন। কাকও তখন টেক দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বিভিন্নভাবে ডাকতে থাকল সে। কখনও বিরক্ত হয়ে কখনও আদুরে গলায়। আবলুদার চোখ-মুখ চিকচিক করে উঠল। বুঝলাম অপারেশন সাকসেসফুল। কাক উড়ে গেল। আবলুদা রিওয়াইন্ড করে প্লে করল। করেই হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল। বললাম, কী হল? এগিয়ে এসে হেডফোনটা আমার কানে দিতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ঘটনাটা। রেকর্ড করা কাকের ডাক চালাতেই শুনলাম, পাশের বাড়ির টিভি সেট থেকে আসা ‘জন্মভূমি’ বরবাদ করে দিয়েছে আমাদের চেষ্টাকে। সঙ্গে একটা টিউবওয়েল থেকে জল তোলার আওয়াজও না চাইতেই জল ঢেলে দিয়েছে আমাদের প্রচেষ্টাতে। সেদিন বুঝেছিলাম মাইক্রোফোন আর কান এক জিনিস নয়।’

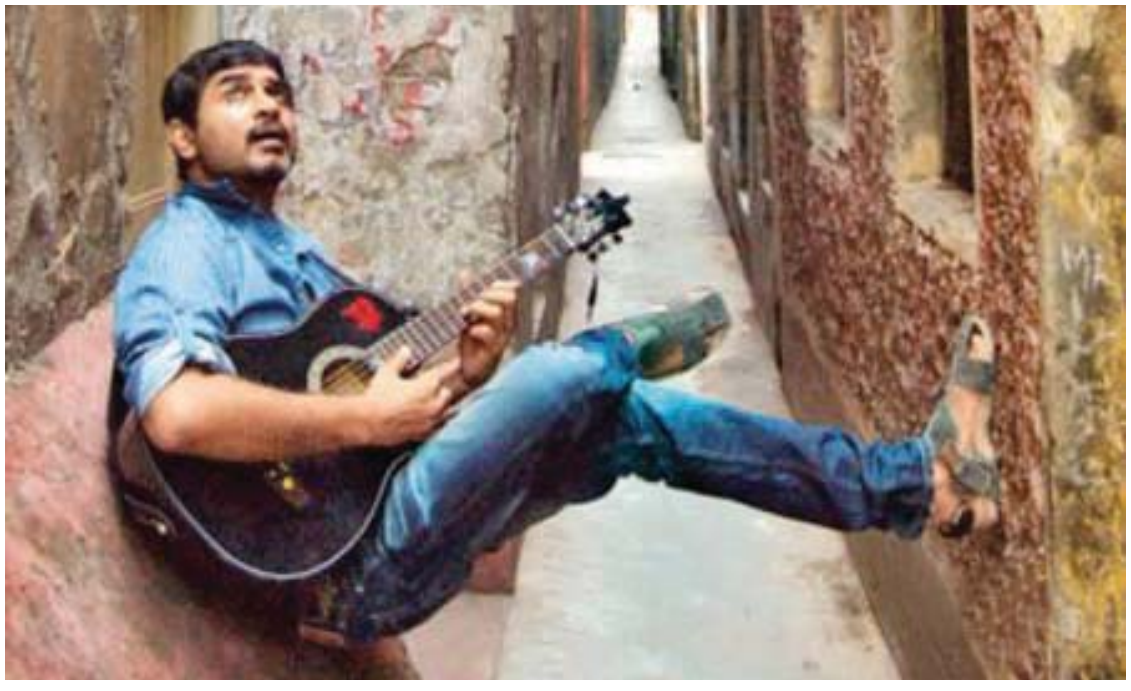

আজ এতগুলো বছর পরেও শিলাজিৎকে যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝিন্টি আসলে কে? উত্তরটা অ্যাস ইউস্যুয়াল। আসলে ঝিন্টি বলে রক্ত-মাংসের কেউ নেই। ঝিন্টি আদতে একটা প্রোপোজাল। পুরো গানটা জুড়ে কখনও ঝিন্টিকে ডাকা হয়েছে মিঠে রোদ্দুর, কখনও ঝোড়ো হাওয়া যেভাবেই হোক। আসলে প্রেমের বোধ হয় কোনও ফর্ম বা শেপ হয় না। তাই শুধু প্রিয় মানুষের কাছে চলে আসাটাই শেষ কথা। গানের কথায় ‘তুই ছাড়া মিথ্যে এ গান গাওয়া।’ প্রেম বোধহয় এমনই, তাই হয়তো শ্রোতারা এত ভালোভাবে রিলেট করতে পেরেছেন, আজও পারেন। জীবনে তো জটিলতা থাকবেই। এই গানে বলা হয়েছে ‘জীবনের যত জটিল কুটিল ফ্যাক্টার X=প্রেম ধরে নিয়ে কষব।’ এই গভীর জীবনবোধকেও তো অস্বীকার করা যাবে না। আসলে প্রেম ছাড়া বোধহয় জীবন সত্যিই স্বাদহীন। তাই তো এই গানেই শিলাজিৎ বলে ওঠেন, ‘ঝিন্টি তুই নেই তাই কোনও স্বাদ নেই।’ প্রেমের যে কত ডাইমেনশন থাকতে পারে তার ঠিক নেই। এই গানে যে খুঁজে চলার আকুতি আছে, জীবনবোধের নির্যাস আছে তাই তো শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

মাছ খেতে ভালোবাসি, তাই

মাছের ঝোলের স্বাদটা আরও বেশি করে ভালো লাগছে

তাঁর গায়ের রং শ্যামলা। গায়ের রঙের জন্য তাঁকে এমনও শুনতে হয়েছিল তিনি কোনওদিন নায়িকা হতে পারবেন না। করতে পারবেন না কোনও মুখ্য চরিত্রের অভিনয়। তিনি বাংলা সিনেমায় সহ-অভিনেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে অভিনয়ের জাত চিনিয়েছেন পরিচালক থেকে দর্শকদের। তিনি বুঝিয়েছেন অভিনয়ের জন্য গায়ের রং কোনও ব্যাপার নয়, অভিনয়টাই আসল কথা। আজ তিনি শুধু টলিউডের নয়, বলিউডের 'হট' নায়িকা নামে পরিচিত। তিনি পাওলি দাম। সদ্য বাংলা সিনেমা 'মাছের ঝোল' রিলিজ করেছে। দর্শকদের কাছে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে সিনেমাটি।

তবে মাছের ঝোল পাওলির কতটা প্রিয়? উত্তরে তিনি বলেন, 'অত্যন্ত প্রিয়। তাই প্রতীমের কাছে ছবির শিরোনাম শুনেই আমার ভালো লেগে যায়। তাছাড়া মাছের ঝোলের সঙ্গে ভীষণভাবে একটা বাঙালিয়ানা জড়িয়ে রয়েছে। বাংলায় আগে সেই অর্থে 'ফুড ফিল্ম' তৈরি হয়নি। এবারে তৈরি হচ্ছে। এখন তাই ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে মাছের ঝোলের স্বাদটা আরও বেশি করে ভালো লাগছে।'

পাওলি শুধু দেশীয় সিনেমা দেখেন না। বিদেশি সিনেমাও দেখতে বেশ ভালোবাসেন। তবে খাবারকে কেন্দ্র করে বলিউডের 'চিনি কম' বেশ ভালো লেগেছিল নায়িকার। বেশ খাদ্যরসিক তিনি। প্রিয় খাবার মধ্যে কী কী খেতে ভালোবাসেন? জবাবে বলেন, 'সত্যি বলছি আমি মাছ ছাড়া বাঁচতেই পারি না! ইলিশ মাছ আমার সবথেকে প্রিয়। অন্যান্য খাবারের মধ্যে বাছবিচার করি না। চাইনিজ এবং কোরিয়ান ডিশ খেতে পছন্দ করি। মিষ্টি খেতে বিশেষ একটা পছন্দ করি না। তবে একান্ত যদি খেতেই হয় তাহলে ডেজার্টের মধ্যে ব্লু বেরি চিজ কেক এবং ব্রাউনি খেতে ভালো লাগে।'

বাড়িতে কি নিজে রান্না করতে বেশ ভালোবাসেন পাওলি? শ্যুটিং, সিনেমার প্রোমোশন নিয়ে ব্যাস্ততার কারণে বাড়িতে রান্না করা হয়ে ওঠে না। কিন্তু সময় পেলেই রান্নাঘরে চলে যান। বাড়িতে মা, বাবা, ভাই থাকে। নায়িকা জানান, 'চেষ্টা করি সময়ে বের করে নিজের হাতে একটু রান্না করতে। কিছুদিন আগেই বাড়িতে ইলিশ মাছ রান্না করেছিলাম। সময় না পেলেও রান্নার সময়ে মাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি।'

'মাছের ঝোল' সিনেমাতে ঋত্বিক প্রবাসী বাঙালি শেফ। আর পাওলি রয়েছেন দেবদত্তর (ঋত্বিক চক্রবর্তী) স্ত্রী-র ভূমিকায়। চরিত্রের নাম শ্রীলা। শক্ত মানসিকতার চরিত্র। আপনার সঙ্গে ছবিতে রান্নার সম্পর্কটা কীরকম? ছবিতে মাছের ঝোল মানে শুধুই খাবার নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানান সম্পর্ক, একগুচ্ছ নস্টালজিয়া। উদাহরণ হিসাবে পাওলি বলেন, 'লম্বা আউটডোর সেরে যেদিন বাড়ি ফিরি, জানি মা আমার জন্য কালোজিরে দিয়ে একটা ট্যালট্যালে কাটা পোনার ঝোল করে রাখবেন। এক কথায় সেটা আমার কাছে অমৃত। কোথাও যেন একটা সম্পর্কের টান রয়েছে, ঘরে ফেরার টান রয়েছে। বলতে পারেন ছবির বাঙালিয়ানার সঙ্গে মিশে রয়েছে শ্রীলা। তেরো বছরের ব্যবধানে ছবিতে আমার দুটো লুক রয়েছে। ছবিতে রান্না না করলেও বাস্তবে আমি কিন্তু রান্নাটা ভালোই পারি। আমি তো প্রতীমকে মজা করে বলেছিলাম যে শ্রীলার রান্না নিয়েই পরে একটা স্যিকুয়েল তৈরি হতে পারে (হাসি)।'

'চলচ্চিত্র সার্কাস' এবং 'অসমাপ্ত'র পর আবার ঋত্বিকের সঙ্গে মুখ্য চরিত্রে পাওলি দাম। ঋত্বিকের সঙ্গে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন। তিনি বলেন, 'মৈনাকের 'চলচ্চিত্র সার্কাস' হয়তো পুজোয় মুক্তি পাবে। ওর সঙ্গে কাজের একটা অন্যরকম কমফোর্ট জোন আছে। দিন দিন অভিনেতা হিসাবে আরও পরিণত হচ্ছে। তবে সিনেমায় এখনও আমাদের দু'জনের আরও ভালো ভালো চরিত্র করা বাকি আছে।'

প্রতীমের সঙ্গে এটাই পাওলির প্রথম কাজ। তিনি বলেন, 'প্রতীমকে তো শুরুতে চলচ্চিত্র সমালোচক এবং সাংবাদিক হিসাবেই জানতাম। ওর শেষ ছবি 'সাহেব বিবি গোলাম' ভালো লেগেছিল বলেই ওর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেটা আরও বেড়ে গিয়েছিল। এইরকম একটা বিষয় নিয়ে বাংলা ছবি হয়তো ওর পক্ষেই ভাবা সম্ভব। প্রতীমের সবথেকে বড় প্লাস পয়েন্ট ওর চিত্রনাট্য লেখার ক্ষমতা। তাছাড়া বাংলায় তো ছবির বাজেট খুবই অল্প। প্রতীম কিন্তু স্বল্প বাজেটে সেরা কাজটা করতে পারে।'

সুজয় ঘোষের সঙ্গে প্রতীমের টিভি সিরিজেও 'মিরচি মালিনি'তেও অভিনয় করছেন পাওলি দাম। তবে সিরিজ না বলে একটা টেলিফিল্মও বলা যায়। হিন্দি চ্যানেলের জন্য এক ঘণ্টার ছবি, পরে ইন্টারনেটে দেখা যাবে।

মাছের পর লঙ্কা। এবারেও খাবার। কী বলছেন পাওলি? 'আমি প্রতীমকে এটাই বলেছিলাম। চরিত্রটা কোনও কারণে প্রচুর লঙ্কা খায়। বিশ্বাস করুন আমি জীবনে কোনওদিন এত লঙ্কা খাইনি। থ্রিলার ছবি। তাই এর বেশি কিছু বলতে চাই না।'

ইদানীং দেখা যাচ্ছে পাওলির চরিত্র নির্বাচনে মনে হবে কড়া ফেমিনিস্ট। উত্তরে বলেন, 'খুব কঠিন শব্দ যেটা আমি বুঝি না। তবে নারী-পুরুষের মধ্যে সমানাধিকার থাকা উচিত। আমার পছন্দ 'উওমেন অব সাবস্ট্যান্স' চরিত্র। ইন্ডাস্ট্রিতে নারীকেন্দ্রিক ছবি কোথায় হয়? আরও বেশি করে এই ধরনের ছবি করতে চাই।'

শোনা যাচ্ছে, পাওলি নাকি পরের বছর বিয়ে করছেন। এই বিষয়ে পাওলি স্পষ্ট জবাব, 'কে বলেছে আপনাকে! এখনও কিছু প্ল্যান করিনি। দিন ঠিক হলে সবাই জানতেই পারবে।'

এরপর অনেক সিনেমা রিলিজ করছে। নভেম্বরে মুক্তি পাবে রণবীর শৌরের সঙ্গে হিন্দি ছবি 'হালকা'। লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আদিল হুসেনের সঙ্গে 'মাটি' ছবিটাও মুক্তি পাওয়ার কথা। পুজোর পরে আবিরের সঙ্গে মনোজ মিচিগানের ছবিটা করবেন। পুজোর আগে আরও একটা ছবির কাজ শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।